স্বপ্ন ছোঁয়ার যাত্রা

স্বপ্ন ছোঁয়ার যাত্রা

প্রকাশনায় ও প্রচারে

GBK গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র GRAM BIKASH KENDRA

গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
পার্বতীপুর, দিনাজপুর

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৮

প্রকাশনায়

গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
হলদীবাড়ী, পার্বতীপুর-৫২৫০, দিনাজপুর
ফোনঃ +৮৮০-০১৭১৩১৬৩৫০৮
ই-মেইলঃ gbk@info.com
ওয়েবসাইটঃ www.gbk-bangladesh.com

উপদেশক

ড. জসীম উদ্দিন,উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ
একিউএম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী, হেড অব অপারেশন-এমএফ, জিবিকে
আমিনুল ইসলাম, ডেপুটি হেড অব অপারেশন-এমএফ, জিবিকে

সম্পাদনা পরিষদ

এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মোঃ মনিরুজ্জামান খান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

প্রচ্ছদ ও ফটোগ্রাফি

সালাহউদ্দীন আহমেদ

সহযোগিতায়

মো: আবু সায়েম জিকু, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জিবিকে
মো: আতিকুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, লিফট কর্মসূচি, জিবিকে
মোঃ রাকিবুল ইসলাম, মৎস্য কর্মকর্তা, লিফট কর্মসূচি, জিবিকে

অর্থায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায়

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ডিজাইন ও প্রোডাকশন

Visual Acoustics
visualacousticsbd@gmail.com

মোয়াজ্জেম হোসেন
প্রধান নির্বাহী
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে সেটিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি তারা যেন নিজেরাই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে সে লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এই হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করার ব্রত নিয়ে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাক্‌কথন

গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দরিদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতে ক্ষুদ্রঋণ তথা উপযুক্ত ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র, শোষণমুক্ত ও শিক্ষিত এবং সকল মানুষের সমমর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন পরিবেশ সচেতন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই ক্ষুদ্র-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে সেটিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি তারা নিজেরাই যেন নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে সেজন্য সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এই হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্য নিয়ে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র কাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত হিসাবে কৃষি সম্পদ বাংলাদেশে দিন দিন বিকশিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, লিফট কর্মসূচির আওতায় "প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবার ভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি", 'অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত জমি লীজ/বন্ধক ঋণ কার্যক্রম' এবং "ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম" শীর্ষক উদ্যোগ ৩টি বাস্তবায়ন করছে।

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মূলত কোন জমি নেই, ৯৭.৫% মানুষ দিনমজুর এবং ১% মানুষ মৎস্য চাষের সাথে জড়িত যেটিও মূলত কুচিয়া মাছ চাষ ও বিক্রি করা। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল এবং এই জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৯.৫% নিরক্ষর। এই জনগোষ্ঠীরা প্রাথমিক পেশা হতে গড়ে মাসে আয় করে প্রায় ৫,৬৭২/- যা দিয়ে পরিবারকে ভালভাবে চালানো প্রায় কষ্টসাধ্য। এজন্য ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে বিকল্প পেশা হিসাবে ডিচ পদ্ধতিতে কুচিয়া মাছ চাষ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে করে তাদের পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নসহ পরিবারভিত্তিক পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। লিফট কর্মসূচির আওতায় কর্মএলাকায় পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ৪২% মানুষ মনে করে, কুচিয়া মাছ চাষ যেকোন কৃষি কাজের চেয়ে লাভজনক এবং ৪১% মানুষ মনে করে কুচিয়া ভালভাবে চাষ করতে হলে অবশ্য নিজেদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীরা কুচিয়া মাছ খেতে অনেক পছন্দ করে এবং কুচিয়া বিক্রি করে পরিবারের অভাব মেটানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে কুচিয়া চাষ উদ্যোগটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় কুচিয়া মাছ চাষে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আইজিএ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কুচিয়া চাষে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬ মাস রেয়াদি মেয়াদসহ সাপ্তাহিক/মাসিক/এককালীন ভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও কর্মএলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুচিয়া খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে লিফট কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় আগাম শ্রম প্রতিরোধ এবং জমি বন্ধক/লীজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যাতে করে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের নিয়মিত আয়ের ক্ষেত্র তৈরী হয় এবং তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারে। সর্বোপরি, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানব মর্যাদাপূর্ণ জীবন গঠনে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পিকেএসএফ-কে এবং একাজের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

সূচীপত্র

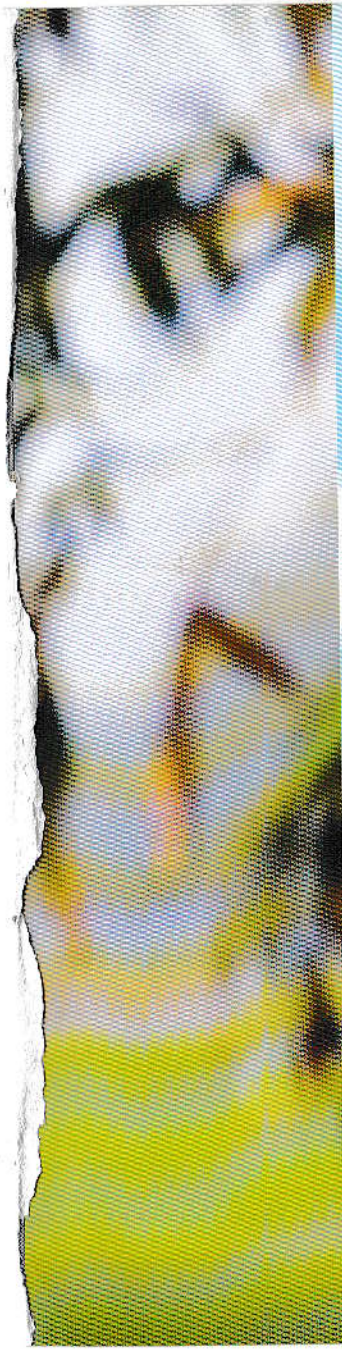

সূচীপত্র

পিকেএসএফ-এর Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহের তালিকা ০৯

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম ১০-১৭

অতিদরিদ্রদের জন্য জমি বন্ধক/জমি লীজ কার্যক্রম ১৮-২১

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২২-২৫

কেস স্টাডি ২৬-৩৯

উপসংহার ৪০

A0

পিকেএসএফ-এর Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায়
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম

২. অতিদরিদ্রদের জন্য জমি বন্ধক/জমি লীজ কার্যক্রম

৩. প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি

১.০ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে। এদের মধ্যে প্রধান নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল সম্প্রদায়। তারা পেশায় মূলত: কৃষি শ্রমজীবী। বছরে প্রায় ১২০-১৪০ দিন কৃষি ভিত্তিক দিনমজুর হিসাবে কাজ করে। বাকি সময় তারা কর্মহীন ঘরে বসে থাকে। বিশেষ করে বছরের ২ বার চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) ও আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে উল্লিখিত এলাকায় কৃষি ভিত্তিক কাজের অভাব দেখা দেয়। এসময় ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকদের নিয়মিত কোন আয়ের উৎস না থাকায় অধিকাংশ লোক প্রায় অর্ধেক মূল্যে নিজের শ্রম আগাম ভূমি মালিকদের (মহাজন) কাছে বিক্রয় করে দেয়। ফলে তারা শ্রমের প্রকৃত বাজার মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এসময় অভাবের কারণে পরিবারের ছোট ছোট সম্পদ যেমন-হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কিছু পরিবার নিজের জমিতে এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে ফসল চাষ করে। তারা উক্ত ফসলের উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন মহাজন/ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে উক্ত ফসল বিক্রয় করে আগাম অর্থ গ্রহণ করে। ফলে কৃষক ফসলের প্রকৃত বাজার মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। এপ্রেক্ষিতে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য আলোচ্য উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোগের কর্মএলাকা- পার্বতীপুর, বিরামপুর ও ফুলবাড়ি উপজেলা, দিনাজপুর

ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম

াটোর প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে। এদের
া ১২০-১৪০ দিন কৃষি ভিত্তিক দিনমজুর হিসাবে কাজ করে। বাকি সময় তারা কর্মহীন
ক্টোবর) মাসে উল্লিখিত এলাকায় কৃষি ভিত্তিক কাজের অভাব দেখা দেয়। এসময় ক্ষুদ্র
্য নিজের শ্রম আগাম ভূমি মালিকদের (মহাজন) কাছে বিক্রয় করে দেয়। ফলে তারা
া-হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া, ক্ষুদ্র
ফসলের উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন মহাজন/ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাজার
ার মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। এপ্রেক্ষিতে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
T) কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য আলোচ্য উদ্যোগটি বাস্তবায়ন

উদ্যোগের কর্মএলাকা- পার্বতীপুর, বিরামপুর ও ফুলবাড়ি উপজেলা, দিনাজপুর

দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ঃ

দলিত জনগোষ্ঠীর বিবরণ ঃ

দলিত শব্দটি সংস্কৃত ভাষা দল থেকে এসেছে যার অর্থ পদদলিত, পদপিষ্ট, নিম্নস্তরে অবস্থান ইত্যাদি। বৃহত্তর সমাজে অচ্ছুত বা অপাংক্তেয় হিসাবে তাঁদের বিবেচনা করা হয়। তাঁদেরও নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান আছে যা বৃহৎ জনগোষ্ঠী (বাঙ্গালি) থেকে ভিন্ন। তারা মূলত সমাজের চোখে নিচু বলে সামাজিকভাবে অচ্ছুত ও নিম্নস্তরের পেশায় নিয়োজিত (যেমন-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, টয়লেট ও ড্রেন পরিষ্কার করা, হাট-বাজার ঝাড়ু দেওয়া, জুতা সেলাই ও চামড়ার কাজ, পশুর মৃতদেহ সরানো প্রভৃতি)। এসব কাজকে ইংরেজীতে 3D Job (D=Dangerous, D=Dirty and D=Dignity less) বলে।

সহযোগী সংস্থা "গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)"-এর কর্মএলাকা দিনাজপুর জেলায় হরিজন, হেলা, মুশহর, ডোম, পাটনি, হাড়ি, রবিদাস, ঋষী, কর্মকার প্রভৃতি গোত্রের দলিত সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাধিগুলো হলো- বাসফোর, দাস, রবিদাস ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিবরণ ঃ

William. P. Scott (১৯৮৮)-এর মতে, "Ethnic group is a group with a common cultural tradition and a sense of idetify, which exists as a sub-group of a larger society." অর্থাৎ নৃ-গোষ্ঠী বলতে এমন এক গোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং যারা একটি নিজস্ব পরিচিতিসহ বৃহৎ কোন সমাজের উপ-গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করে।

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরী এর মতে, Ethnicity is a sharer racial, linguistic or national identify of a social group অর্থাৎ নৃ-গোষ্ঠী হলো অংশীদারভিত্তিক একটা সামাজিক গোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত, ভাষাগত বা জাতীয় পরিচিতি।

সুতরাং, উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, নৃ-গোষ্ঠী হলো এমন একটি নির্দিষ্ট মানব সম্প্রদায় যারা বংশ-পরম্পরায় কিছু সাধারন ও অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। নৃ-তাত্ত্বিক শ্রেণীর বিশ্বাস-অনুভূতি, ঐতিহাসিক ভিত্তি, সম্প্রদায়গত বা ধর্মীয় বন্ধন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিত্তিতে নৃ-তাত্ত্বিক শ্রেণিকে পৃথক পরিচিতি দান করে।

সহযোগী সংস্থা "গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)"-এর কর্মএলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল সম্প্রদায়। সাঁওতাল সম্প্রদায় ছাড়াও উড়াও, মাহালী, মালো, কোরা, কোল, কাদোর, রাজোয়ার, রাজবংশী, মুন্ডা, তুরী প্রভৃতি প্রায় ২৭টি (মতান্তরে ৪৫-৪৭টি) জাতিগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসবাস করে। জাতিগোষ্ঠী ভেদে তাদের উপাধি এবং আদি পেশাও ভিন্ন। যেমন সাঁওতালদের উপাধি মুর্মু, মার্ডি, মারান্ডি, সরেন, বাস্কে, হাসদা, হেম্ব্রম, টুডু, বেসরা ইত্যাদি। উড়াওদের উপাধি টপ্প, কেরকাট্টা, খা খা, খলকো, লাকড়া ইত্যাদি।

১.১ আগাম শ্রম বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ

উদ্যোগের উদ্দেশ্য ঃ

১) আগাম শ্রম বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের শ্রম বাজারে প্রকৃত বাজার মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

২) উৎপাদিত ফসল উপযুক্ত সময়ে বিক্রয় করে প্রকৃত বাজার মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৩) বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার মাধ্যমে সদস্যদের নিয়মিত আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

উদ্যোগের বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

১.১ আগাম শ্রম বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ ঃ

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীরা মূলত কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বছরের ২ বার চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) ও আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক কাজের অভাব দেখা দেয়। উল্লিখিত সময় এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন মহাজন/ভূমি মালিকদের কাছ থেকে কম মূল্যে শ্রমের ওপর আগাম অর্থ নিয়ে থাকে। যা কৃষি মৌসুম শুরু হলে পূর্বে গ্রহণকৃত অর্থের জন্য শ্রম দিতে হয়। ফলে কৃষি মৌসুমে প্রকৃত মজুরি থেকে তারা বঞ্চিত হয়, যা আগাম শ্রম বিক্রয় হিসাবে পরিচিত।

আগাম শ্রম বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ বিতরণ ও আদায় কৌশল

ঋণ প্রদানের খাত	ঋণ বিতরণের সম্ভব্য সময়	মেয়াদ	ঋণের সিলিং	ঋণ আদায় পদ্ধতি
আগাম শ্রম	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ও আগষ্ট-অক্টোবর	৪ মাস (এককালীন)	২,০০০- ১০,০০০/- টাকা	এককালীন

১.২ আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ

১.২ আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ ঃ

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কিছু পরিবার নিজের জমিতে এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে বিভিন্ন কৃষি মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফসল যেমন: ধান, ভূট্টা, আলু ও সবজি চাষ করে। অধিকাংশ সময় তারা উল্লিখিত ফসলের উৎপাদন ব্যয় বহন করতে পারে না। ফলে উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য ফসল মাড়াই এর আগে বিভিন্ন মহাজন/ব্যবসায়ীদের কাছে বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে আগাম ফসল বিক্রয় করে অর্থ গ্রহণ করে। যা ফসল মাড়াই করার পর পূর্বে গ্রহণকৃত অর্থের জন্য পূর্বশর্ত অনুযায়ী ফসল দিতে হয়। যা আগাম ফসল বিক্রয় হিসাবে পরিচিত। ফলে উক্ত কৃষক ফসলের প্রকৃত বাজার মূল্য হতে বঞ্চিত হয়।

আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতি

মৌসুম	মৌসুম সময়	উৎপাদিত ফসল	ঋণ বিতরণের সম্ভব্য সময়	মেয়াদ	ঋণ আদায় পদ্ধতি
খরিপ-১	মধ্য মার্চ- মধ্য জুলাই (চৈত্র-আষাঢ়)	ভূট্টা, বোরো ধান, মরিচ	এপ্রিল-জুন	৪ মাস (এককালীন)	এককালীন
খরিপ-২	মধ্য জুলাই- মধ্য নভেম্বর (শ্রাবণ-কার্তিক)	আমন ধান	আগস্ট-অক্টোবর		
রবি	মধ্য নভেম্বর- মধ্য মার্চ (অগ্রাহায়ন-ফাল্গুন)	সবজি, আলু, আমন ধান	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি		

উদ্যোগটির অর্জন ঃ

১. সদস্যরা শ্রম বাবদ বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে এবং শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে।
২. ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে।
৩. বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল থাকছে।
৪. নিয়মিত আয়ের উৎস সৃষ্টি হচ্ছে।
৫. উদ্যোগটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সম্পদ রক্ষা ও সৃষ্টি, পারিবারিক আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ ও টেকসই ভূমিকা রাখছে।

উদ্যোগটির upscaling/replication এর সম্ভাবনা ঃ

কর্মএলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোক আছে। যাদের অধিকাংশই (৯৫%) কৃষি শ্রমজীবি। কাজের অভাবের সময় তারা আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রি করে। তাই পর্যায়ক্রমে উদ্যোগটির কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, এ উদ্যোগটি টেকসই বিবেচিত হলে দেশের অন্যান্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও দলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে তা প্রতিরূপায়ণ করা যাবে।

চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ঃ

১. নিয়মিত আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. সামাজিক ও মজুরি বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
৩. বিদ্যমান সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম জোরদার করা।
৪. সঞ্চয় করার মানসিকতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. অতিদরিদ্রদের জমি লীজ/বন্ধক

উদ্যোগের কর্মএলাকা- পার্বতীপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, সদর, চিরিরবন্দর উপজেলা, দিনাজপুর

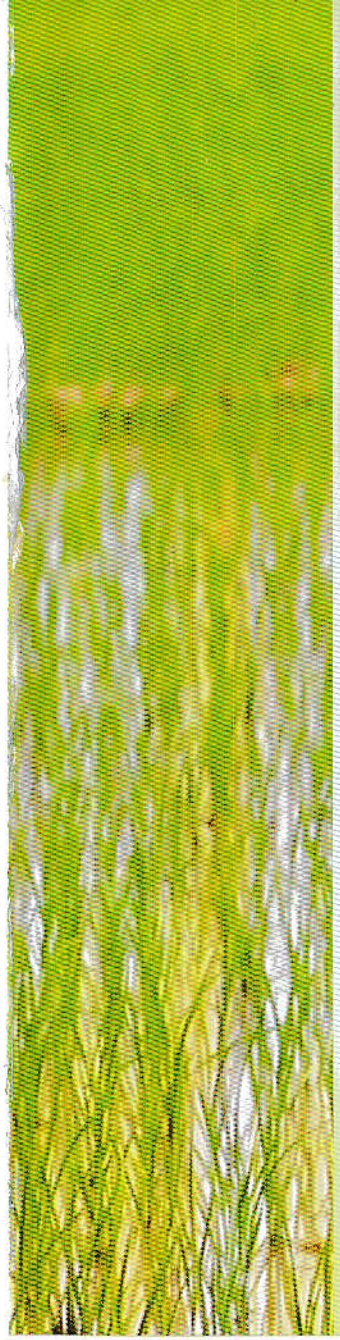

উদ্যোগের প্রেক্ষাপট

অন্যের মালিকানা/দখলস্বত্ব জমি বিভিন্ন আঙ্গিকে লীজ/বন্ধক নেয়ার বিষয়টি সমগ্র দেশে একটি প্রচলিত কর্মকাণ্ড। কৃষক পর্যায়ে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড চাষের জমির ব্যবস্থা করে থাকে, যা তাদের জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, নদীভাঙ্গন ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই আবাদী জমি হারায়, যা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর ফেরত পায় না। বাস্তবে চরের এসকল জমি গুটিকয়েক ধনী ভূস্বামীদের দখলে চলে যায়। অতিদরিদ্র অবস্থায় পতিত হয়ে এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবনের তাগিদে অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে থাকে। চরাঞ্চলের পাশাপাশি প্রত্যন্ত মূলভূমিতেও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাভাবে আবাদী জমি লীজ/বন্ধক গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকা পড়ে থাকে। এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় ২০০৮ সালে সহযোগী সংস্থা 'আরডিআরএস বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার চরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত 'জমি লীজ/বন্ধক ঋণ' কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে চাহিদা থাকার প্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত মূলভূমিতে বসবাসরত অতিদরিদ্র সদস্যদেরও এ ঋণ পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় LIFT কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা 'জিবিকে' দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, সদর, চিরিরবন্দর উপজেলায় উদ্যোগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে।

সৃজনশীলতা

চরাঞ্চল ও প্রত্যন্ত মূলভূমির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাভাবে চাষযোগ্য জমি লীজ/বন্ধক গ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত হয়। ফলে, তদের বেশিরভাগই অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে থাকে এবং এক্ষেত্রে ফসলের সিংহভাগ জমির মালিককে দিয়ে দিতে হয় বলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র হতে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। আলোচ্য উদ্যোগে চরাঞ্চল ও প্রত্যন্ত মূলভূমির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণে সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে করে তারা বন্ধক/লীজকৃত জমিতে নিজস্ব কৃষিকর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে।

20

কর্মকাণ্ড

উপযুক্ত কর্মএলাকা (মূলত চরাঞ্চল ও দুর্গম মূলভূমি)-এর অতিদরিদ্র সমিতি নির্বাচন করে সদস্যদের মাঝে এ বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করা হয়। এরপর উপযুক্ত ও আগ্রহী সদস্যদের এ ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় ঋণের বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সদস্যরা এ ঋণ দ্বারা অন্যের মালিকানা/দখলীস্বত্ব জমি লীজ/বন্ধক গ্রহণ করে, যেখানে জমির মালিক লীজ/বন্ধক গ্রহণকারীকে লিখিত সম্মতিসূচক স্বীকারোক্তিমূলক পত্র দিয়ে থাকে। সদস্যরা লীজকৃত/বন্ধক গ্রহণকৃত জমিতে চাষাবাদে করে উৎপাদিত ফসলের আয় হতে এ ঋণের অর্থ মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/একক কিস্তিতে সংস্থাকে পরিশোধ করে থাকে। উল্লেখ্য, এ ঋণ কার্যক্রমটি সফলতার সহিত বাস্তবায়ন এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

অর্জন ঃ

এ ঋণ কার্যক্রম সহজশর্ত ভিত্তিক করার ফলে সকল শ্রেণীর অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সদস্যরা পারিবারিক আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পদ্ধতিতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছে। ফলে, ঋণ পরিশোধের হারও সন্তোষজনক। এছাড়া, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকগণ নিজস্ব কৃষিকর্ম বাস্তবায়নের জন্য জমি লীজ/বন্ধক করতে পারছে, ঠিক তেমনি বন্ধককৃত জমি বন্ধকমুক্ত করণেও এ ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বোপরি, এ উদ্যোগ ধীরে ধীরে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে জমির মালিকানা অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- জমি লীজ/বন্ধক ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ নিশ্চিতকরণ
- কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩.০ প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কুচিয়া এক ধরনের মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট পিচ্ছিল ও আইশবিহীন, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ। মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Monopterus cuchia*। দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সনাতন ধর্মাবলীর লোকজনের নিকট কুচিয়া অধিক জনপ্রিয়। আদিবাসী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কুচিয়া আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কুচিয়া বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়ও পাওয়া যায়। বাজার দর ভালো হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে কুচিয়া জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। চিংড়ি এবং কাঁকড়ার মতো কুচিয়ারও বিশাল রপ্তানী বাজার ও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের নিকট কুচিয়া একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানী পণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস্য থেকেই প্রাপ্ত কুচিয়াই মূলত বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এক সময় দেশের সর্বত্র কুচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে নির্বিচারে অতি আহরণ করার ফলে কুচিয়ার পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। তাই কুচিয়া চাষের কোন বিকল্প নেই। সদস্য পর্যায়ে কুচিয়া চাষ কার্যক্রমকে সহজীকরণ ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় **'প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি'** শীর্ষক উদ্যোগটি 'গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)' দিনাজপুর জেলার ২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

এক নজরে উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য ঃ

উদ্যোগের নাম	প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি
উদ্যোগের মোট বাজেট	৭২.০০ লক্ষ টাকা (পিকেএসএফ- ৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিবিকে- ১২.০০ লক্ষ টাকা)
বাস্তবায়নকাল	০৩ বছর (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০)
উদ্যোগের কর্মএলাকা	বিরামপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলা, দিনাজপুর
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে), পার্বতীপুর, দিনাজপুর
অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

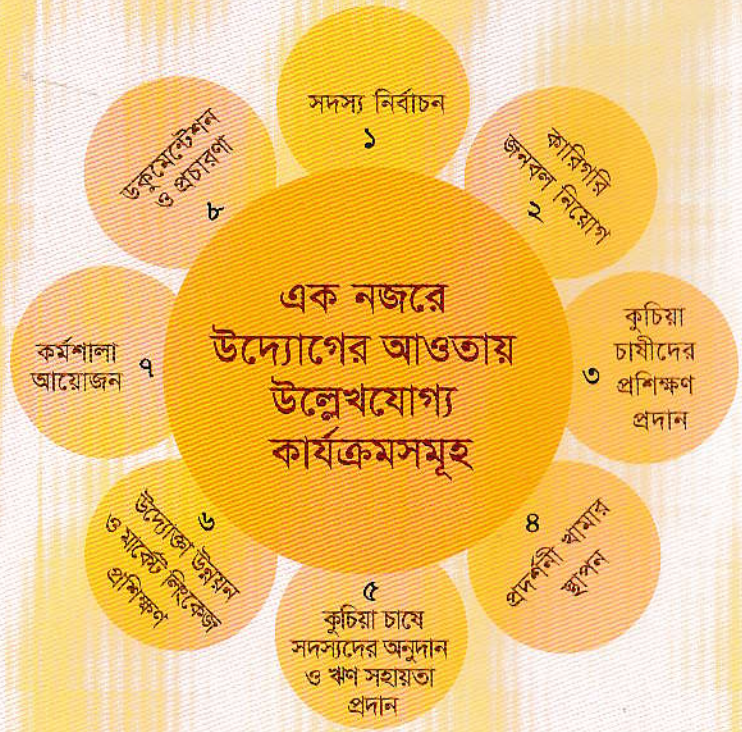

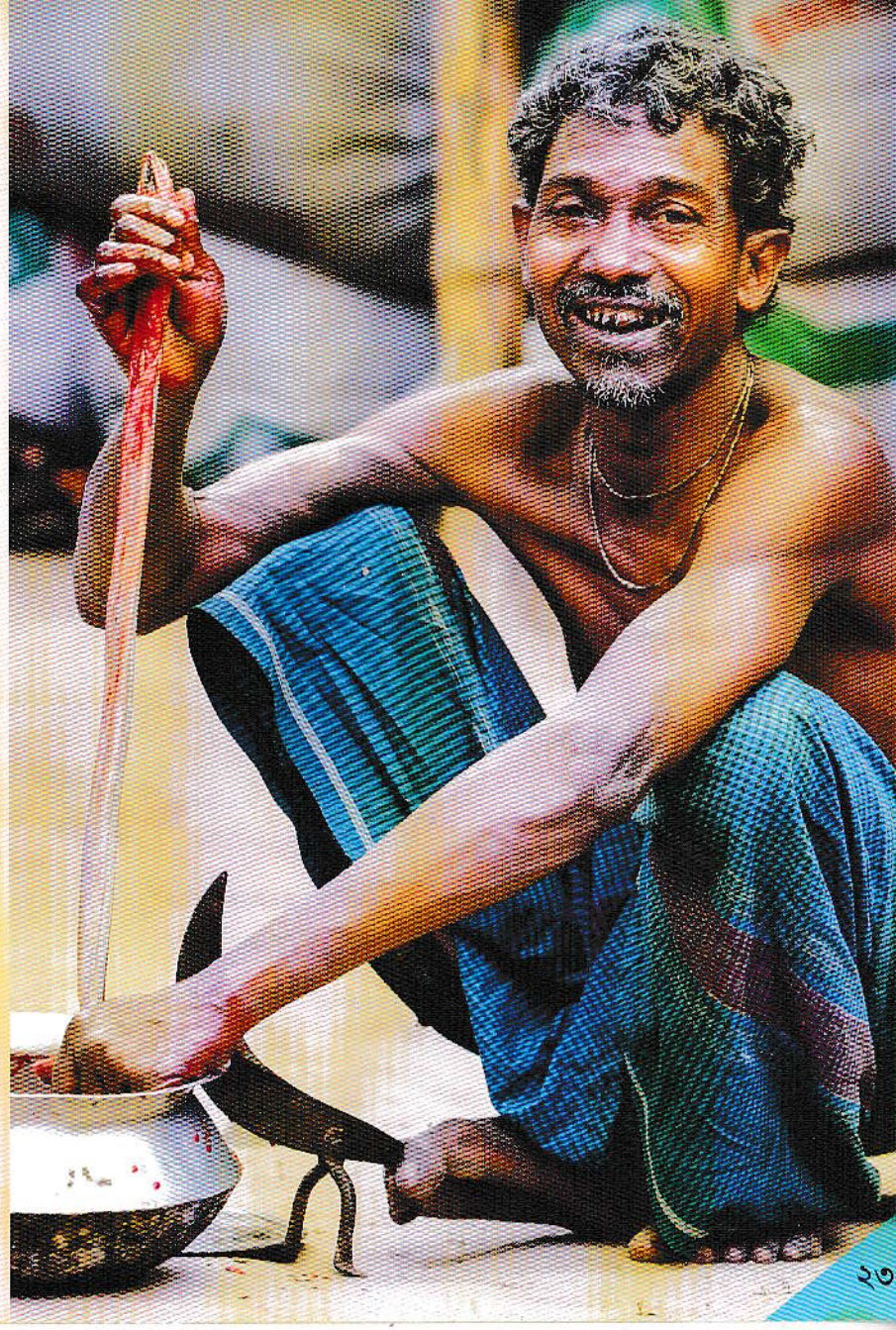

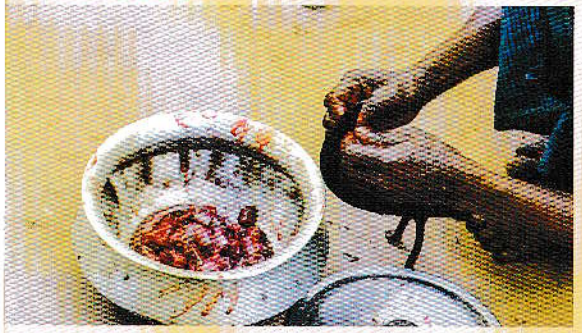

উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. কুচিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রজাতি সংরক্ষণ।
২. পুকুর বা ডিচে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কুচিয়ার বংশবিস্তারে সহায়তা করা।
৩. সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে কুচিয়া মাছ চাষ সহজীকরণ ও জনপ্রিয় করা।

কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ

১. কুচিয়া কষ্টসহিষ্ণু মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা, ডিচে চাষ করা যায়।
২. কম অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা জলাশয়ের প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে।
৩. জীবিত অবস্থায় কুচিয়া বাজারজাত করা যায়।
৪. কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে।
৫. গ্রামীণ মহিলারা সহজেই পুকুর/হাপা/চৌবাচ্চা/ডিচে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

কুচিয়ার খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. কুচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার।

২. এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়।

৪. ১০০ গ্রাম কুচিয়া থেকে ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় যেখানে অন্যান্য সাধারণ মাছ হতে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি।

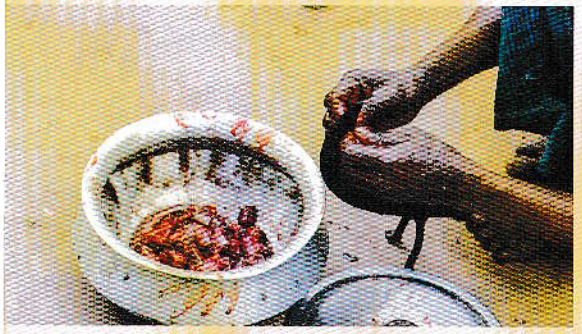

উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. কুচিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রজাতি সংরক্ষণ।
২. পুকুর বা ডিচে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কুচিয়ার বংশবিস্তারে সহায়তা করা।
৩. সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে কুচিয়া মাছ চাষ সহজীকরণ ও জনপ্রিয় করা।

কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ

১. কুচিয়া কষ্টসহিষ্ণু মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা, ডিচে চাষ করা যায়।
২. কম অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা জলাশয়ের প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে।
৩. জীবিত অবস্থায় কুচিয়া বাজারজাত করা যায়।
৪. কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে।
৫. গ্রামীণ মহিলারা সহজেই পুকুর/হাপা/চৌবাচ্চা/ডিচে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

কুচিয়ার খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. কুচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার।

২. এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়।

৪. ১০০ গ্রাম কুচিয়া থেকে ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় যেখানে অন্যান্য সাধারণ মাছ হতে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি।

কুচিয়া চাষে জিবিকে-এর অগ্রযাত্রা ঃ

কুচিয়ার প্রদর্শনী খামার স্থাপনঃ কর্মএলাকায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কুচিয়া চাষ কার্যক্রমকে কর্মএলাকায় বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জিবিকে সংস্থা পর্যায়ে কুচিয়ার প্রদর্শনী খামার স্থাপন করেছে। সংস্থা পর্যায়ে স্থাপিত খামারটি দুই ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একটি হলো বিশেষায়িত উপায়ে ডিচ স্থাপন এবং অপরটি চৌবাচ্চা স্থাপন এর মাধ্যমে। সংস্থা পর্যায়ে স্থাপিত ডিচটি ২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট প্রস্থ এবং ৪ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট। কুচিয়া গর্তবাসী মাছ হওয়ায় এবং গর্ত করে এক স্থান হতে অন্যস্থানে পালিয়ে যাবার প্রবণতা রোধে ডিচের তলদেশে পলিথিন এবং জালের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও ডিচের চারপোশে নেট দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে। ডিচের মধ্যে মা কুচিয়া ছাড়ার পর কুচিয়ার খাবার হিসেবে ভার্মি, পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্প মাছের রেণু পোনা, তেলাপিয়া মাছের পোনা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে কুচিয়া ডিচেই ডিম দেয় এবং তা হতে কুচিয়ার পোনা পাওয়া যায়। সংস্থা স্থাপিত ডিচে কুচিয়ার পোনা পাওয়া যাচ্ছে যা কুচিয়া চাষ কার্যক্রমকে বিস্তৃত করতে সংস্থাকে আরও অনুপ্রাণিত করছে। তবে উদ্যোগের আওতায় সংস্থা পর্যায়ে কুচিয়ার

কেস স্টাডি

বিন্নার ফুল বদলে দিল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য সজনি কিস্কুর জীবন

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার জোতবানী ইউনিয়নের কচুয়া মির্জাপুর নামক গ্রামে বসবাস করে সজনি কিস্কু। স্বামী নারায়ণ টুডু। তার সন্তান না থাকলেও নারায়ণ টুডুর বাবা মারা যাওয়ার সময় ৫ বছরের ছোট দেবরকে দিয়ে যায় সজনি কিস্কুর সংসারে। সবমিলে তিনজনের সংসার তাদের ।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ে জন্ম সজনি কিস্কুর, ধর্মে খ্রিষ্টান। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ধান রোপন এবং ধান কাটার সময় দিন মজুরের কাজ করে, এটা তাদের প্রধান পেশা। বাকী সময় তারা অলস সময় কাটায়। যখন কাজ থাকে না তখন দিনে এক বেলা খেয়েও দিনাতিপাত করে। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র যখন জানুয়ারী, ২০১৭ সালে লিফট কর্মসূচির জন্য বেইজলাইন সার্ভে শুরু করে সেই সময় লিফট কর্মসূচির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সজনি কিস্কু। সম্পূর্ণ মাটির তৈরী বাড়িতে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাড়িতে আনাগোনা বাড়তে থাকে জিবিকে-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের। তাদের চোখে পড়ে যায় এক বিশেষ ধরনের ঝাড়ু। এই ঝাড়ু তৈরী হয় বিন্নার ফুল দিয়ে। জিবিকে-এর কর্মকর্তারা তাকে পরামর্শ দেয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঝাড়ু তৈরী ও বাজারজাতকরণের।

কিন্তু তাদের পরামর্শ শুনে তার কথায় চলে আসে অভাবের গল্প, কিভাবে, কোথায় বিক্রি করবে এই ঝাড়ু কত টাকাই বা আয় হবে এই ঝাড়ু বিক্রি করে, নানা প্রশ্ন ভিড় করে তার মাথায়। তখন জিবিকে-এর লিফট কর্মসূচির কর্মকর্তাদের আশ্বাসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঝাড়ু তৈরি করতে রাজী হয়ে যায় সজনি কিস্কু। তখন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র লিফট কর্মসূচি হতে তাকে ঝাড়ু তৈরীর উপকরণ ক্রয়ের জন্য ৫,০০০/- টাকা অনুদান সহায়তা প্রদান করে। এই সহযোগিতা পেয়ে সজনি কিস্কুর বিন্নার ফুল সংগ্রহে আগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং তার আত্মবিশ্বাসও ফিরে পায়, চলতে থাকে বিন্নার ফুলের ঝাড়ু বানানো ও ব্যস্ত সময় কাটানো। কিন্তু বিন্নার ফুলের ব্যবসাটা আরো বড় করার জন্য কিছুদিন পর সে অভাব বোধ করে আরো কিছু পুঁজির। এরই ধারাবাহিকতায়, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের লিফট্ কর্মসূচী থেকে সে ঋণ নেয় ১০,০০০/- টাকা। বর্তমানে মনোযোগ দিয়ে তৈরি করে সে এই ঝাড়ু। চমৎকার গাঁথুনি এই ঝাড়ুর, দেখে মনে হয় যেন শুকনো ফুলের থোকা। এই ভাবেই চলছে তার ব্যবসা এবং প্রতিনিয়ত বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় বাজারে এবং এভাবেই বিন্নার ফুল বদলে দিয়েছে সজনির জীবন। বর্তমানে প্রতি মাসে তাঁর নীট আয় প্রায় ৮,০০০/- টাকা। সজনি কিস্কু কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও পিকেএসএফ-কে।

"পরিত্যক্ত বিন্নার ফুল দিয়ে ঝাড়ু তৈরী করে আজ আমি স্বাবলম্বী, নৃ-গোষ্ঠীদের কাছে আমার আছে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা, যা আমাকে গর্বিত করে"

অন্ধকারে আলোর দিশা

"বিভিন্ন ডিজাইন-এর ক্রিকেট ব্যাট
তৈরি করছি প্রতিনিয়ত,
ব্যবসা বাড়ছে দিনদিন।
মাসে এখন আয় করছি প্রায়
২০,০০০/- টাকা"

আমি উজ্জল দাস, দলিত সম্প্রদায়ের একজন বাসিন্দা। দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা সদরে ইসলাম পাড়ায় সরকারী (রাস্তার খাস জমি) জমিতে আমার পরিবারের বসবাস। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় সে চিন্তা করতে থাকে আমি। অন্য তেমন কাজ-কর্ম শিখিনি। মনস্থির করি মানুষের দোকানে কাজ করার। কাজ হচ্ছে খেলার ব্যাট তৈরীতে কাঠগুলো রানদা ও সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষামাজা করা। মজুরী মাসে মাত্র ৩০০০/- টাকা। এই বেতনে সংসার চালাতে কষ্ট হতে থাকে আমার। খুজতে থাকি উপার্জনের ভিন্ন ও বিকল্প রাস্তা। কিন্তু কি উপায়, সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা ধীরেন দাস শারিরীকভাবে অসুস্থ থাকায় পূর্বের পেশায় (সুইপিং) নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারছেন না বিধায় বিকল্প হিসাবে তিনি ঢোল তৈরীর কাজ শুরু করেন। তা দিয়েই কোনভাবে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার চলে। এদিকে আমাকে যে কোন ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিবে সেরকম সামর্থ্য ও সাধ্য কোনটিই বাবার ছিল না। এরই মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম না হলেও সমাজের গতানুগতিক নিয়ম হিসাবে বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। বিয়ে করে আমি জীবন সঙ্গী হিসাবে ঘরে নিয়ে আসি ফুলকুমারী দাসকে। নিজের পরিবারের খরচ, নতুন শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়া আসা, আত্মীয়-স্বজন সব মিলে আরও বেশি বিপদে পড়ে যাই আমি।

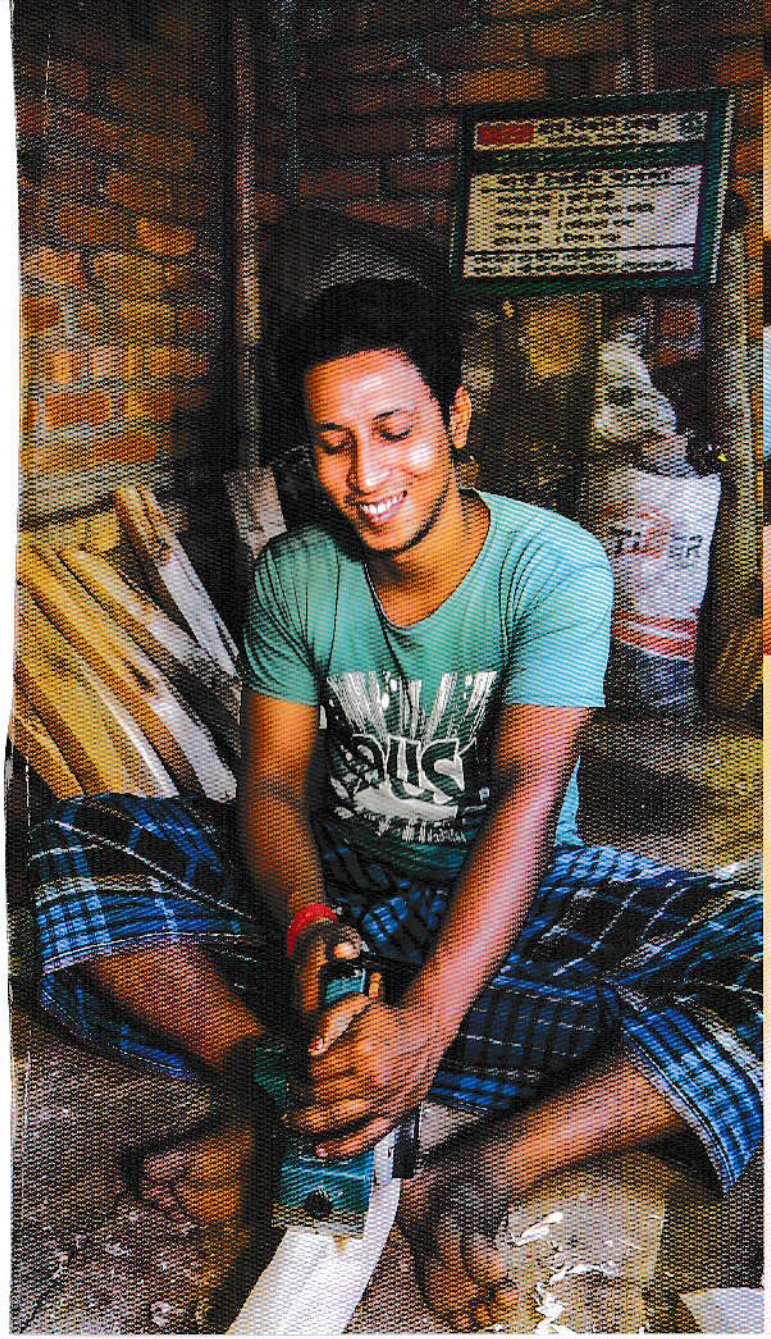

এরই মধ্যে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) পিকেএসএফ এর অর্থায়নে বিরামপুর পৌরসভার শহুরে হতভাগ্য দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে। শুরু হয় বেইজ লাইন সার্ভে। এই উদ্দ্যেশ্যে আমার বাড়ীতে আসে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের কর্মী। আমার দৈন্যতার কথা শুনে আমকে লিফট কমসুচির সদস্য হিসেবে নেয় জিবিকে। জিবিকে আমার পূর্বের কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে স্ত্রী ফুল কুমারী দাসকে ব্যাট ও ব্যাটের হাতল তৈরীর জন্য ৫,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করে। তা দিয়ে আমি কাঠ কিনে নতুন করে ব্যবসাটি শুরু করি।

দিনদিন আমার তৈরীকৃত ক্রিকেট ব্যাটের চাহিদা বাড়তে তাকে ক্রিকেট প্রেমী মানুষের কাছে। পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে ব্যবসাটি সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন সময় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের লিফট কর্মসূচি থেকে সহজ শর্তে ঋণ হিসাবে ১০,০০০/- টাকা গ্রহণ করি। শুরু করে নিজের বাড়ীতে বসে ব্যাট তৈরীর কাজ। ব্যাট বিক্রি করি স্থানীয় বাজার সহ পার্শ্ববর্তী জেলার খেলাঘর সমূহে। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সহযোগিতা করে স্ত্রী ফুল কুমারী দাস। এখন আমার প্রতিমাসে খরচ বাদে আয় হয় প্রায় ১৫,০০০/- টাকা। দিন বদলের শুরুটা হয় এভাবেই। ঘরে উঠতে শুরু করেছে নতুন নতুন আসবাবপত্র। সর্বদা কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও পিকেএসএফ-কে।

প্রমিলা হেমরম-এর আয়ের হাতিয়ার নেপিয়ার ঘাস

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার জোতবানী ইউনিয়নের কচুয়া মির্জাপুর নামক গ্রামে বসবাস প্রমিলা হেমরমের। স্বামী মানিক মুর্মূ। একমাত্র পুত্র সন্তান শিমন মুর্মূ, যার বয়স মাত্র ২ বছর।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ে জন্ম প্রমিলা হেমরমের, খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী সে। মাটির তৈরী কুঁড়েঘরে এই সাঁওতাল পরিবারটির বসবাস। স্বামী- স্ত্রী উভয়ে শুধুমাত্র ধান রোপন এবং ধান কাটার সময় দিন মজুরের কাজ করে, বাকী সময় কাজের অভাবে কর্মহীনভাবে কাটায় তাঁরা। এ সময় প্রায় তাঁরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র লিফট কর্মসূচির আওতায় সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রমিলা হেমরম। সে শতাব্দী মহিলা সমিতির সদস্য। এলাকায় তখন নেপিয়ার ঘাস নেই বললেই চলে। তাঁকে নেপিয়ার ঘাস লাগানোর কথা বলে জিবিকে-এর লিফট কর্মসূচির কর্মীরা।

লিফট কর্মসূচি হতে পরামর্শের সাথে দেওয়া হয় ঘাস চাষে প্রশিক্ষণ এবং লিফট কর্মসূচি থেকে ৩,৫০০/- টাকার নেপিয়ার ঘাস ও ঘাস চাষাবাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ। তা দিয়ে তিনি ১০ শতক জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষ শুরু করে। তরতর করে বাড়তে থাকে ঘাস। প্রতিবার কর্তনে তার আয় হয় প্রায় ২৫০০/- টাকা। ঘাস চাষের আয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। ২০ শতক জমি বন্ধকী জমিতে আরো বেশি করে ঘাস চাষ করার লক্ষ্যে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র থেকে ঋণ নেয় ১০,০০০/- টাকা। তাঁর দেখাদেখি এখন এলাকায় অনেকেই এই নেপিয়ার ঘাস চাষ করছে।

"ঘাস বিক্রি করে যে টাকা আয় করা যায় এটা আমার ধারণাতেই ছিল না। আমার দেখাদেখি এখন এলাকার অনেকেই নেপিয়ার ঘাস চাষ করছে"

"আমি স্বপ্ন দেখি আমার হাতের তৈরীকৃত জুতা হবে একটি ব্রাণ্ড যা বাংলাদেশের সর্বত্র বাজারজাত হবে। স্বপ্ন পূরণে নিরন্তর ছুটে চলছি আমি। সাথে আছে পিকেএসএফ ও জিবিকে পরিবার"

স্বপ্ন পুরণের পথে সবুজ ঋষি

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার অর্ন্তগত স্কুল পাড়ার বাসিন্দা সবুজ ঋষি। ৪ ভাই বোনের মধ্যে সবুজ ঋষিই দ্বিতীয়। সেই একমাত্র ভাই। একে একে সব ভাই-বোনের বিয়ে হয়ে যায়। বাবা- মা দু'জনেই জীবিত। বয়সের বাড়ে ন্যুব্জ বাবা বাবা নরেন ঋষি। তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যা টাকা কড়ি ছিল সব শেষ হয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষ, তেমন আয় উপার্জনও করতে পারে না। সংসার পড়ে যায় সবুজ ঋষির ঘাড়ে। সে এত দিন খেত বাবার হোটেলে, বুঝত পারত না বাস্তবতা। হঠাৎ এ বোঝা কাধে পড়ায় সে দিশেহারা হয়ে যায়, ঘাবড়ে যায়। একজন যুবক কি করবে? কিভাবে চালাবে এ সংসার? তবে জীবন চলার পথে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং কোন শিক্ষাই বিফলে যায় না।

পারিবারিক প্রয়োজনে বা সময় কাটাতে সবুজ যখনই নাটোরে তার চাচার বাড়িতে বেড়াত যেত তখন সে সেখানে জুতা তৈরির কিছু কাজ শিখতো। শখ করে শেখা জুতা তৈরির কাজই যে তার জীবন যাপনের মুল পেশা হবে তার বর্তমান অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় সবুজ সাহস করে শুরু করে জুতা সেলাইয়ের কাজ। কখনও রাস্তার ধারে, কখনও বা নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে সে জুতা সেলাইয়ের কাজ করা শুরু করে। কিন্তু যা উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসারের কিছুই হয় না। এরই মধ্যে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র লিফট কর্মসূচির আওতায় শুরু করে বিরামপুর শহরে ভাগ্যাহত শহুরে দলিতদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বেইজলাইন সার্ভের কাজ। দেখা পেয়ে যায় এই জুতা সেলাইকারীর। জিবিকে-এর সহায়তায় বিরামপুর, ঢাকামোড় সংলগ্ন রাস্তার ধারে সরকারী খাস জমিতে সে পায় স্থায়ীভাবে বসে জুতা সেলাই করার একটি জায়গা। তাকে সহযোগিতা করার জন্য ৫,০০০/- টাকার সমপরিমাণ জুতা তৈরীর উপকরণ ক্রয় করে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। নব উদ্যমে সে শুরু করে জুতা তৈরীর কাজ। সেই জায়গাটিতে পরবর্তীতে একটি স্থায়ী দোকান দেয়ার স্বপ্ন পূরণে হাত বাড়িয়ে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের-এর সহজলভ্য উপযুক্ত ঋণ কর্মসূচি। সে ঋণ নেয় ৮,০০০/- টাকা। ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে এই কাজের। বেড়ে যায় তাঁর উপার্জনের সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদাও। যার গড় মাসিক নীট আয় এখন প্রায় ১৫,৫০০/- টাকা। বর্তমানে দোকানেও মালামাল রয়েছে প্রায় ৪৫,০০০/- টাকার। আজকের থেকে এক বৎসরের আগের সবুজ ঋষি আর বর্তমানের সবুজ ঋষির মধ্যে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিস্তর ব্যবধান। সে এখন স্বপ্ন দেখে কবে তার নিজ হাতে তৈরীকৃত জুতার একটি শোরুম হবে, যেখান থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র তার নিজ ব্রান্ডের জুতা বাজারজাত হবে।

কুচিয়া চাষে দিনবদল গৌতম-রুপালী পরিবারের

দিনাজপুর জেলার অর্ন্তগত বিরামপুর উপজেলার পলিপ্রয়াগপুর ইউনিয়নের দূর্গাপুর নামক গ্রামে গৌতম কর্মকার ও রুপালী কর্মকার দম্পতির বসবাস। জন্মগতভাবেই তারা কর্মকার। জাতিগতভাবে তাঁরা দলিত। নিজের বসতভিটা নেই, খাস জমিতে থাকে তাঁরা। গৌতমের বয়স ৩২ বছর এবং রুপালীর বয়স ২৮ বছর। এই দম্পতির একমাত্র মেয়ে মায়িশা যার বয়স মাত্র ৩ বছর।

গৌতম হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিঠায় সারা দিন। এর পরে লোহার তৈরী জিনিসপত্র নিয়ে বিকেল বেলা হাটে যায়। দর কষাকষি চলে মানুষের সাথে। এর পরে হাট থেকে চাল আনা, তার পরে পেটে যায় ভাত। পরবর্তীতে এই ব্যবসার জন্য সে ঋণও নিয়েছে গ্রাম বিকাশের কাছ থেকে ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা। লোহার জিনিসপত্র তৈরীর পাশাপাশি সে প্রায়ই খাল বিলে কুচিয়া ধরতে যায় কেননা গৌতম এবং রুপালী উভয়ই কুচিয়া খেতে পছন্দ করে। আর মাছটির দামও কর্মএলাকায় বেশি, প্রায় তিনশত টাকা কেজি। একদিন কুচিয়া ধরতে গেলে সেদিন যে আর পেটে ভাত যায় না। আর সারা দিন ঘুরে ফিরে সৌভাগ্যক্রমে দু-একটি কুচিয়া পাওয়া গেলেও যেতে পারে নয়ত ফিরে আসা লাগে রিক্ত হস্তে। আবার ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রকৃতি তার পেট থেকে কাউকে কুচিয়া দিতে নারাজ। দিন শেষে পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে গৌতম ভাবতে থাকে বিকল্প আয়ের। এরই মধ্যে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে লিফট কর্মসূচির আওতায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র দলিতদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বেইজলাইন শুরু করে। গৌতম-রুপালী উভয়েই তাঁদের পছন্দ এবং চিন্তার কথা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের ষ্টাফের কাছে বলতে থাকে। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র এর লিফট কর্মসূচির আওতায় গৌতমকে কুচিয়া চাষের জন্য ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকার উপকরণও কিনে দেয়। কুচিয়া চাষের সকল দুঃশ্চিন্তার অবসান ঘটে গৌতমের। মাটির উপড়ে ত্রিপল, ত্রিপলের মধ্যে কাদা ও পানি। আর সেই পানি শুকিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সুযোগ নেই কুচিয়া অন্যত্র চলে যাওয়ারও। মনের আনন্দে কুচিয়া মাছ চাষ শুরু করে তাঁরা, যত্নও করে সেভাবে। কুচিয়া চাষ করে এ পর্যন্ত ২৯ কেজি কুচিয়া খেয়েছে, তাঁরা আর বিক্রি করেছে প্রায় ৯০ কেজি। প্রতি কেজি কুচিয়া বিক্রি করেছে প্রায় ৩০০/- টাকা দরে। পুকুরেও আছে প্রায় সমপরিমাণ। যার একেকটির ওজন ৮০০-৯০০ গ্রাম। পাশাপাশি এই পুকুর থেকে সে তেলাপিয়া মাছ খেয়েছে প্রায় ৮ কেজি । এই দম্পতি আরও একটি কুচিয়ার পুকুর তৈরী করবে। কুচিয়া চাষে এখন গৌতম-রুপালীর কাছে পরামর্শ নিতে আসে অনেকেই।

নয়ন ঋষির স্বপ্ন পূরণ

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা সদরের স্কুল পাড়ায় বসবাস করেন শ্রী নয়ন ঋষি। নয়ন ঋষি দলিত সম্প্রদায়ের। চার ভাই-বোনের মধ্যে নয়ন ঋষি দ্বিতীয়। ১৫ বছর আগে বাবা হারা হয় শ্রী নয়ন ঋষি। ঋষির বাবাই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবার অবর্তমানে মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতে বাধ্য হয়। কাজ না করেই বা উপায় কি? অতি কষ্টে, অর্ধাহারে-অনাহারে বড় হতে থাকে তাঁরা। নয়ন ঋষি যখন একটু একটু করে বুঝতে শিখে এবং ভাবে তাকে তার পরিবারের জন্য কিছু একটা করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে পাশের বাড়ির কাকার সেলুনে কাজ শিখতে শুরু করে। এরপর পূর্ণাঙ্গ নরসুন্দর হিসাবে কাজ করতে থাকে মানুষের দোকানে দোকানে, তাও আবার অনিয়মিতভাবে। কোন দিন কাজ পায়, কোন দিন পায় না। কালের পরিক্রমায় মায়ের বয়সও বেড়ে চলে, কমে যায় কর্মক্ষমতা। সংসার কিভাবে চলবে এ ভাবনায় উপায় অন্তর পায় না বৃদ্ধা মাতা। অন্যদিকে নয়নের চিন্তা কিভাবে সংসারটা ভালোভাবে চালানো যাবে। সে চোখে দেখতে থাকে রঙ্গিন দিনের স্বপ্ন, তার নিজস্ব একটি সেলুন হবে, সেখানে সে নিজে শ্রম দিবে এবং লোক খাটাবে, টাকা আসবে অনেক বেশি। আবার কখনও কখনও হতাশ হয়ে যায় তা কি করে তা সম্ভব হবে, কে এসে দাঁড়াবে তার পাশে। একদা হঠাৎ ব্যাটে বলে মিলে গেল। একটি আলোর ফুলকি দেখা গেল! গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র যখন ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে লিফট কর্মসূচির জন্য বেইজলাইন সার্ভে শুরু করে তখন নজরে আসে নয়ন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র অনুদান হিসাবে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা প্রদান করে নয়নকে। এ টাকা দিয়ে নয়নের স্বপ্ন পূরনের যাত্রা শুরু হয়। সে ভাবতে থাকে কিভাবে একটি স্থায়ী সেলুনে মালিক হওয়া যায়। অতপর দোকান ঘর ঠিক করে সে স্ব-উদ্যোগে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র হতে সহজ শর্তে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহন করে। সে বিরামপুরের ঢাকা মোড়ে ভাড়া নেয় একটি দোকান।

আস্তে আস্তে স্বপ্নের ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। সে তার সেলুনে কাজ করার জন্য বর্তমানে একটি লোক রেখেছে। মার্জিত, ভদ্র এই নয়ন ঋষির দোকানে এখন হাজারও লোকের আনা গোনা। তার প্রতি মাসে নীট আয় এখন ১২,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা।

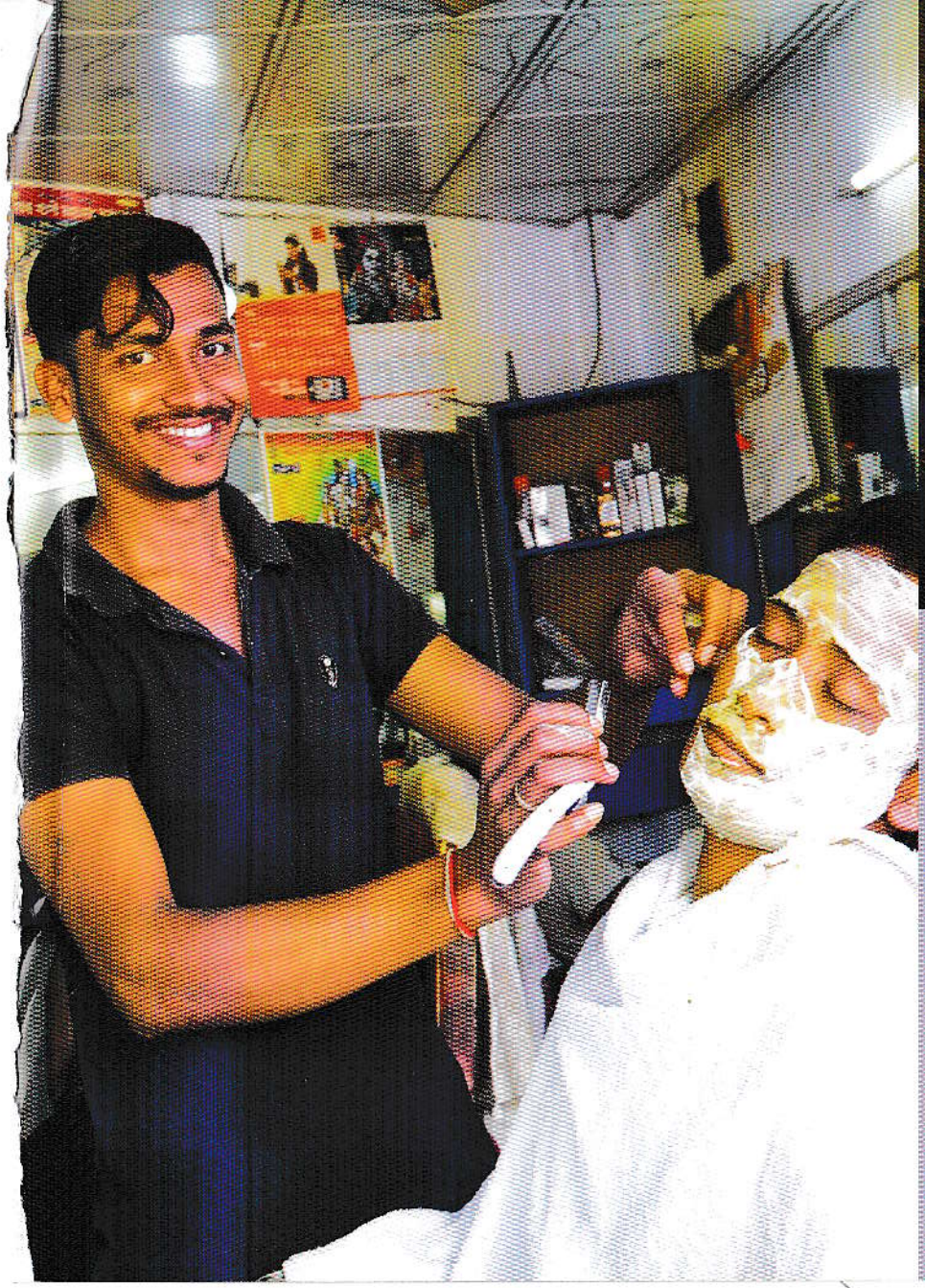

সেলুনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে নয়ন যাতে সেলুনে আরও বেশি লোক আসে। নিজে অর্থাভাবে মাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেনী পাস করলেও মাষ্টার্স পাস করাবে ছোট বোন স্মৃতি ঋষিকে। মানুষকে স্বাবলম্বী করার এ ধরনের উদ্যোগ আরও বেশি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজে যারা নিঃগৃহীত, যাদের পাশে দাড়ানোর মত কেউ নেই, পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির তাদের জন্য আর্শীবাদ বলে নয়ন মনে করে। নয়ন কৃতজ্ঞতা জানায় পিকেএসএফ-কে, কৃতজ্ঞতা জানায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের প্রতি, তাকে সমাজের মূল ধারার সাথে চলাচলের সুযোগ করে দেয়ায়।

"সমাজে যারা অবহেলিত, দলিত হিসেবে পরিচিত, যাদের পাশে দাড়াঁনোর মত কেউ নেই, পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচি তাদের জন্য আর্শীবাদ বলে আমি মনে করি"

উপসংহার

দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই। দেশের কৃষিজ উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি হতেই পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) সদস্যদের উপযুক্ত ও চাহিদামাফিক ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সংগঠিত সদস্যদের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তির কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যাতে করে প্রত্যেক সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কাংখিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জন করা যায়। এলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) কুচিয়া চাষ, বিশেষায়িত জমি লীজ/বন্ধক ঋণ কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রয় প্রতিরোধ ঋণ কার্যক্রম সহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা তাদের টেকসই উন্নয়ন ও মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রকাশনায় ও প্রচারে

GBK গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র GRAM BIKASH KENDRA গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
পার্বতীপুর, দিনাজপুর

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

Visual Acoustics
Visualize Your Thinking